33

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

কিশোরগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

কিশোরগঞ্জ, ২৪ নবেম্বর (সংবাদদাতা) ।-কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘদিন যাবত বহুসংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে জেলায় ৮টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৭৪টি প্রধান শিক্ষক ও ৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। ফলে জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৩টি থানার মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরব, অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইন ও নিকলী থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। এছাড়াও অষ্টগ্রাম, ইটনা, তাড়াইল, বাজিতপুর ও ভৈরবে ১টি করে, পাকুন্দিয়া ও হোসেনপুরে ২টি করে এবং করিমগঞ্জে ৩টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে কিশোরগঞ্জ ২টি প্রধান শিক্ষক ও ২টি সহকারী শিক্ষক, করিমগঞ্জে ৭টি প্রধান শিক্ষক, পাকুন্দিয়ায় ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষক, হোসেনপুরে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, কটিয়াদীতে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, বাজিতপুরে ৪টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, কুলিয়ারচরে ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ১টি সহকারী শিক্ষক, ভৈরবে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, অষ্টগ্রামে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, নিকলীতে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, মিঠামইনে ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, ইটনাতে ১২টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক এবং তাড়াইলে ৬টি প্রধান শিক্ষক।